সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৪
WEEKLY BOOKLET:384

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ১৭টি মাদানী ফুল (পর্ব-১)

মদীনা থেকে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ ০২
প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ০৪
আযাব আসার কারণ ১২
নামাযে অলসতার লক্ষণ ১৮

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৯২টি মাদানী ফুল (পর্ব-১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক, যে ব্যক্তি **"তাফসীরে নূরুল ইরফান থেকে ৯২ মাদানী ফুল" (পর্ব-১)** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে পবিত্র কুরআনের বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করো এবং তার পিতা-মাতা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো? তিনি বললেন, এভাবে পড়ো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

(বুখারী, ২/৪২৯, হাদীস নং: ৩৩৬৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনা থেকে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাতবার হেরেম শরীফের জিয়ারত লাভে ধন্য হন। একবার হজ্জের পর দীর্ঘদিন যাবত মদীনায়ে মুনাওয়ারার মনোরম ও সুশীতল পরিবেশে নিজের জীবনের সুন্দর দিনগুলো অতিক্রম করছিলেন। হৃদয়ে এই বাসনা জাগতে শুরু করে যে, হায় যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, এই পবিত্র ভূমিতেই চিরকাল বসবাস করার সুযোগ হয়ে যায়। মসজিদে নববী শরীফের নিকটবর্তী বসবাসকরী এক ব্যক্তির স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হলো এবং এই আদেশ পেলো: আহমদ ইয়ার খানকে গুজরাটে চলে যেতে বলো এবং তাফসীরের কাজ করতে বলো। যখন তার কাছে এই বার্তা পৌঁছানো হলো তখন তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গুজরাট চলে যাও! সুতরাং গুজরাটই এখন আমার জন্য মদীনা। **(হায়াতে সালিক, পৃষ্ঠা-১২৭)**

মদীনে কা কুছ কাম করনা হে সাইয়্যেদ
মদীনে সে মে ইস লিয়ে জারাহা হুঁ

প্রকৃত আশিক মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হাকীমুল উম্মত, প্রকৃত আশিকে রাসূল, আমলদার আলীম, সূফী, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় নাম কোন আশিকে রাসূল জানে না? আল্লাহ পাক সারা বিশ্বে মুফতী সাহেবকে এবং তার গ্রন্থ ও তাফসীরকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন আর কেনইবা এই গ্রহণযোগ্যতা হবে না, কারণ তাফসীর লেখার আদেশ তো প্রিয় নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবার থেকে দেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

মুফতি সাহেবের বিশ্বনন্দিত দুটি তাফসীর হল: (১) তাফসীরে নূরুল ইরফান (২) তাফসীর নঈমী (এই তাফসীর মুফতী সাহেব কর্তৃক সম্পূর্ণ নয়, ১১ পারা লেখার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তেকাল করেন।)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন তাঁর যুগের একজন বড় মাপের আলীম ও মুহাদ্দিস। তাঁর লেখনী ও গ্রন্থ পড়লে মনে হয় যেন প্রতিটি লাইনে নবী প্রেমের ফোয়ারা ফুটছে । তাফসীরে কুরআন হোক বা হাদীসের ব্যাখ্যা, মুফতি সাহেব শানে মুস্তাফা বর্ণনা করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। যৌক্তিক দলিল দ্বারা প্রভাবিত লোকদের যুক্তিসঙ্গত ও সাধারণ মুসলমানদের উদ্ধৃতি মূলক (যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে) উদাহরণ দিতেন যে, যদি আপত্তির চশমা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি তা দেখে বিমোহিত হয়ে যাবে। উক্ত পুস্তিকাটি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর "নূরুল-ইরফান" এর সুন্দর বিষয়গুলি সম্বলিত। আল্লাহ পাক মুফতি সাহেবের মাজারে রহমত এবং বরকত বর্ষণ করুক। এবং আমাদেরকে তাঁর ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সূরা ফাতেহা থেকে সংগৃহীত ৩টি চমৎকার বাণী

(১) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বিলকিসকে চিঠি লেখার সময় প্রথমে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখেছিলেন এর বরকতে তাঁকে ইয়ামেন সম্রাজ্ঞী ও ইয়েমেন সাম্রাজ্য উভয়টিই দান করা হয়েছিল।

(২) জবাই করার সময় শুধু بِسْمِ اللهِ বলবে কারণ ক্রোধের কাজের সময় রবের রহমতের কথা উল্লেখ করা হয় না, এজন্যই জবাইয়ের সময় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর নাম নেওয়া হয় না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২)**

www.dawateislami.net

(৩) প্রভুর সকল নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে সরল পথের হেদায়েত কারণ প্রতি রাকাতে এর জন্য দোয়া করানো হয়েছে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২)

(৪) সরল পথের পরিচয় এই যে, সে পথে আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও সৎকর্মশীল লোক থাকেন, কারণ তারাই প্রভুর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২)

সূরা বাকারা থেকে সংগৃহীত ৪০টি চমৎকার বাণী

(১) কুরআনের পর কোন নবী নেই, কোন আসমানী কিতাব নেই, কারণ এটি (কুরআন শরীফ) কেবল সত্যায়নকারী কারো (আগমনের) সুসংবাদ দেয় না। সত্যায়ন অতীতের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী গ্রন্থ বা কথার) হয় আর সুসংবাদ একমাত্র ভবিষ্যতের হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯)**

(২) সর্বোত্তম বক্তা (অর্থাৎ মুবাল্লিগ) সেই ব্যক্তি যার আমল তার কথার চেয়েও বেশি প্রচার ও প্রসার করে। এটা দেখে মানুষ মুত্তাকী হয়ে যায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯)**

(৩) বনী ইসরাঈলের উপর সমগ্র তাওরাত একবারেই অবতীর্ণ হয় এবং সমস্ত হুকুমের আনুগত্য করা তাদের উপর অকস্মাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদের উপর তুর পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি গ্রহণ না করো তবে তা তোমাদের উপর পড়ে যাবে। কুরআন শরীফ ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রভুর রহমত যে, হুকুম-আহকাম সহজেই অনুসরণ করা যায়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১২)

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানেন

(৪) খোদার পরিচয় ও খোদাভীতি পাথরেরও রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় ও ভালোবাসা কাঠ ও পাথরেরও রয়েছে। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, 'উহুদ পর্বত আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাঁকে ভালোবাসি। **(বুখারী, ৩/১৫০, হাদীস : ৪৪২২)** উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাথরের অন্তরের কথাও জানেন, তাহলে তিনি কেন মানুষের অন্তরের কথা জানবেন না আর যে অন্তরে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা নেই, তা পাথরের চেয়েও জঘন্য। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪)**

(৫) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর গুণাবলী বর্ণনা করতে কৃপণতা করা অথবা মানুষকে তা থেকে বিরত রাখা ইহুদীদের প্রথা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪)

(৬) কিয়ামতের দিন কারো জন্য সাহায্য না হওয়ার বিষয়টি একান্তই কাফেরদের জন্য নির্ধারিত, আল্লাহ পাক মুমিনদের জন্য বহুসংখ্যক সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দেবেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৬)**

(৭) মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পর চার হাজার পয়গাম্বর আগমন করেছেন, যারা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীয়তের রক্ষক ছিলেন এবং তাওরাতের হুকুম জারি করতেন, যেহেতু আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে আর কোন নবী নেই, তাই সংরক্ষণের এই মহান কাজ উলামায়ে কেরামদের অর্পণ করা হয়েছে। উলামায়ে কেরামগণ পরিপূর্ণভাবে এই দায়িত্ব আদায় করেছেন তাই তো রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের মতো। **(কাশফুল খিফা, ২/৬০, হাদীস : ১৭৪২) (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৬)**

www.dawateislami.net

(৮) প্রত্যেক মানুষই ব্যবসায়ী, জীবন তার দোকান, জীবনের মূহুর্তগুলো (অর্থাৎ সময়) তার পণ্য যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এই মুহূর্তগুলো ব্যয় করে আমলের পণ্য ক্রয় করছে। যা প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে, যে সৎকর্ম উপার্জন করে সেই মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ী, আর যে কুফর ও গুনাহ উপার্জন করে, সে লোকসানে পতিত হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৭)

(৯) পবিত্র কুরআনের দিকে পিঠ করা উচিত নয়, কারণ তা উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৯)**

(১০) কোন কাফের মুশরিক কখনো মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না, যে ব্যক্তি তাদেরকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করবে সে প্রতারিত হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২০)

(১১) হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে অনেকগুলো দোয়া করেছেন, যা মহান আল্লাহ পাক "অক্ষরে অক্ষরে" কবুল করেছেন। (যেমন) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিন জামাতে জন্মগ্রহণ করবেন। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গ্রন্থ ওয়ালা রাসূল হিসেবে প্রেরিত হবেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিতাব ছাড়া হিকমতও প্রদান করা হবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র জগতের শিক্ষক হবেন যাতে সবাই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তিনি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্যে বসা সবাই খাঁটি মুমিন হওয়া, কোন সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ না হওয়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে সীমালংঘনকারী ও

www.dawateislami.net

পাপিষ্ঠ বলে, সে ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর এই দোয়াকে অস্বীকারকারী। যে সৌভাগ্যবান দল হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মত পরিশুদ্ধকারী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারী শিক্ষক পেয়েছে সেই দল কতইনা পবিত্র হবে, এটাও জানা গেল যে, কাবা শরীফ দোয়া কবুল হওয়ার স্থান।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২৪)

(সকল সাহাবীগণ জান্নাতী, পবিত্র কুরআন তাদের সবার জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক কিতাবের প্রতি আস্থা রেখে মন্দ চিন্তাভাবনা করা ঈমানের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি অনুগত রাখুন। সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের ফযিলত পড়ার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের দুটি পুস্তিকা নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী, এবং ফয়যানে আহলে বাইত পাঠ করুন।

আপনাদের সুবিধার্থে এই কিউআর কোড/ লিংক দেওয়া হয়েছে, এটি স্ক্যান করে নিজের জন্য বিনামূল্যে পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারেন।

(১২) মুসলমান হওয়া কৃতিত্বের বিষয় নয়, বরং মুসলমান মৃত্যুবরণ করাই হলো কৃতিত্বের বিষয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২৫)**

(১৩) দ্বীনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে কারো উপহাস ও গালমন্দের তোয়াক্কা করা উচিত নয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২৮)**

www.dawateislami.net

(১৪) যে ব্যক্তি বিলুপ্ত হওয়া সুন্নাত চালু করবে, সে একশত শহীদের সাওয়াব পাবে, কারণ শহীদ একবার আঘাত পেয়ে মারা যায়, কিন্তু এই ব্যক্তি সর্বদা জিহ্বার ক্ষত সহ্য করে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ২৮)**

(১৫) ইবাদতের মতো প্রয়োজনের সময় খাওয়া-দাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয, কারণ এর উপর সকল ফরয পালন স্থগিত থাকে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩২)

(১৬) সর্বদা পবিত্র ও হালাল বস্তু খাওয়া উচিত, তাকওয়া (অর্থাৎ পরহেজগারী) অর্থ এটা নয় যে, ভালো খাবার পরিত্যাগ করা, বরং তাকওয়া হচ্ছে হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩২)**

(১৭) প্রিয়তম সম্পদ আল্লাহর পথে দান করুন এবং জীবদ্দশায় এবং সুস্থাবস্থায় দিন যখন তার নিজেরও সম্পদের প্রয়োজন থাকে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৩)

(১৮) কুরআনের ২৩ টি নাম রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন (একত্রিতকারী গ্রন্থ) যা সকল মানুষকে একটি ইসলাম ধর্মের মধ্যে একত্রিত করেছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৪)**

(১৯) সুফিগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যদি তোমরা চাও যে আল্লাহ পাক তোমার কথা(দোয়া) শুনুক, তাহলে তোমরা প্রভুর কথা শুনো তার কথা না মেনে নিজের কথা মানানোর চেষ্টা করা নিরর্থক।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৫)

(২০) শুধু দুনিয়া প্রার্থনা করা মন্দ বিষয়। প্রত্যেক ইবাদত-বন্দেগিতে, প্রত্যেক দোয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা উচিৎ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৮)

www.dawateislami.net

(২১) অন্যান্য উদার লোকদের নিকট কিছু চাইলে অসন্তুষ্ট হয় কিন্তু আমার আল্লাহ পাক এমন দয়ালু যিনি না চাইলে এবং অল্প চাইলে অসন্তুষ্ট হোন অতএব বেশি বেশি চান এবং সর্বদা চান।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৮)

(২২) মানুষকে লেনদেনের মাধ্যমে পরীক্ষা করুন, ভাষা দিয়ে নয়। কারণ সব চকচকে বস্তু সোনা হয় না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৯)**

(২৩) দাড়ি মুণ্ডন করা, মুশরিকদের মতো পোশাক পরিধান করা ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। মুসলমান যখন হয়েই গিয়েছেন তখন আদর্শ এবং পোশাক পরিচ্ছেদ সব দিক দিয়েই মুসলমান হন। নোংড়া গ্লাসে ভালো শরবত পান করা যায় না। নিজের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থার যত্ন নিন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৩৯)**

পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে পার্থক্য

(২৪) পার্থিব জীবন সেটাই, যা আত্মপ্রবৃত্তিতে ব্যয় হয় এবং যা আখেরাতের পাথেয় (অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য নেক আমল) সংগ্রহে ব্যয় হয় তা হচ্ছে ধর্মীয় জীবন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪০)**

(২৫) মুমিন কখনো তার আমলের উপর ভরসা করে না , বরং যার ভেতরে ভয় থাকে সে আশা রাখে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪২)**

(২৬) প্রকৃত ক্ষমা কেবল আল্লাহর রহমতেই হবে, নেক আমল দ্বারা নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪২)

(২৭) সত্যিকারের আশা সেটাই, যা আমল করার পর হয়, আমল পরিত্যাগ করার পর আশা করা ঠাট্টা বিদ্রুপ, আশা নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪২)

www.dawateislami.net

(২৮) যে এটা মনে করে যে, আমার প্রতিটি কাজ আমার রব জানেন, اِنْ شَآءَ الله সে কখনও গুনাহ করার সাহস করবে না। এই ধ্যানই তাকওয়ার ভিত্তি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪৫)**

(২৯) মৃত্যুর ভয় ভালোও আবার মন্দও, এ ভয়ে যদি মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করে তবে তা ভালো, আর যদি এর কারণে মানুষ সৎকর্ম পরিত্যাগ করে বা গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে তা মন্দ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪৮)

(৩০) উত্তম ঋণ এমন ঋণকে বলা হয় যার দেনাদারের (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার) নিকট কোন দাবি নেই। দিলে ভালো অন্যথায় মাফ। এতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে: দাতার মধ্যে নিষ্ঠা থাকা, খুশি মনে প্রদান করা, অর্থ বৈধ উপায়ে ব্যয় করা, এর বিনিময়ে তাড়াহুড়া না করা। কখনও কখনও প্রতিটি সদকাকে উত্তম ঋণ বলা হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৪৮)

(৩১) সর্বদা নিষ্ঠাবান মানুষ অল্প থাকে কারণ (বদর যুদ্ধে) সহস্র লোকের মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন নিষ্ঠাবান বান্দা ছিল। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫০)**

(৩২) নবীদের পদমর্যাদা গুণাবলীতে ভিন্ন, কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে উচ্চতর এবং আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বোচ্চ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫১)

(৩৩) এটা বলা যাবে যে, কতিপয় রাসূল কতিপয় রাসূল থেকে উত্তম কিন্তু এটা বলা যাবে না যে, কতিপয় রাসূল কতিপয় রাসূল অপেক্ষা নগণ্য এতে তাদের অবমাননা করা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫১)**

(৩৪) হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام সর্বদা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে থাকতেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫১)

www.dawateislami.net

(৩৫) রবের প্রত্যেক নেয়ামত থেকে দান করা উচিত। জ্ঞান, সম্পদ, স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি, সময় থেকে মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করুন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫১)

(৩৬) আল্লাহ পাক ধনী হওয়া সত্ত্বেও সহনশীল যে, তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করেন, অতএব, তোমরাও দরিদ্রদের এবং অধীনস্থদের ভুলসমূহ ক্ষমা করো। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৪)**

(৩৭) যেমনিভাবে কিছু নেক আমল দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায় তেমনিভাবে কিছু গুনাহের মাধ্যমে নেকী নষ্ট হয়ে যায় যেমন নামায, রোজার মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা হয় পক্ষান্তরে গীবত চুগলী এবং হিংসা ইত্যাদির মাধ্যমে নেকীসমূহ নষ্ট হয়) **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৫)**

(৩৮) গোপনেও সদকা করুন এবং প্রকাশ্যেও সদকা করুন , বরং ফরয সদকা (যেমন যাকাত, উশর ইত্যাদি) প্রকাশ্যে করুন এবং নফল সদকা গোপনে যেমন পাঞ্জেগানা নামায ও জুম্মা ও ঈদের নামায প্রকাশ্যে পড়বে, কিন্তু তাহাজ্জুদ গোপনে আদায় করতে হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৬)

(৩৯) সুদখোর প্রকাশ্যে মানুষ কিন্তু বাস্তবে শয়তান কারণ সে গরীবদের প্রতি দয়া করে না, তাকে ধ্বংস করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, এই রূপেই সে কিয়ামতের দিন উঠবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৬)

(৪০) মুমিনের জন্য সুদের মধ্যে কোন বরকত নেই, তা কাফেরের খোরাক হতে পারে, মুমিনের খোরাক নয়। আবর্জনার পোকামাকড় আবর্জনা খেয়েই বেঁচে থাকে আর বুলবুল ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই তোমরা নিজেদেরকে কাফেরদের সাথে তুলনা করো না, কাফেররা সুদ নিয়ে উন্নতি করবে, মুমিন যাকাত প্রদানের মাধ্যমে

www.dawateislami.net

উন্নতি করবে। তাছাড়া সুদের টাকা দিয়ে যাকাত খয়রাত কবুল হয় না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৭)**

(৪১) দোয়ার সময় আল্লাহকে ডাকা এবং আল্লাহকে সেই নামে ডাকা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করা হচ্ছে এটা উত্তম। অসুস্থরা বলবে "يَاشَافِيَ الْاَمْرَاض", অভাবীরা বলবে "يَا قَاضِيَ الْحَاجَات" বলে, গুনাহগারেরা "يَا غَفَّارَ الذُّنُوْب" বলবে, তাই তো রবের নাম অনেক, কারণ বান্দাদের প্রয়োজন ও অনেক। رَبَّنَا বা اَللّٰهُمَّ অধিক প্রিয় (অর্থাৎ "হে আমাদের রব অথবা হে আমার আল্লাহ" অধিক প্রিয়)। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৫৯)**

সূরা আল ইমরান থেকে সংগৃহীত ২১ টি গুরুত্বপূর্ণ বাণী

(১) সর্বদা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেই শাস্তি নেমে আসে। ফেরাউন চারশত বছর যাবত খোদা হওয়ার দাবী করেছে এবং নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছে তবুও ধ্বংস হয়নি কিন্তু যখন মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো তখন ধ্বংস হয়ে গেল।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬১)

(২) সকালবেলা দোয়া ও ইস্তেগফার করা উত্তম, কারণ তখন কুকুর ব্যতীত সকল সৃষ্টিই আল্লাহর যিকির করে। যদি একজনের যিকিরও কবুল হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله সবার কবুল হয়ে যাবে। শেষ মধ্যরাত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে সেহর বলা হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬২)

(৩) হিংসা মন্দ বিষয়, শয়তান সবাইকে পথভ্রষ্ট করেছে কিন্তু শয়তানকে পথভ্রষ্ট করেছে হিংসা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৩)**

www.dawateislami.net

(৪) প্রভু যেমন তাঁর প্রভুত্বের ব্যাপারে বান্দাদের মান্য করা থেকে অমুখাপেক্ষী, তেমনি নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নবুওয়াতের ক্ষেত্রে দুনিয়ার লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী। কারো অস্বীকার করার দ্বারা সূর্যের আলো লোপ পায় না যদি সমস্ত জগৎ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্বীকার করে বসে তাহলে তার মান মর্যাদায় নূন্যতম ঘাটতিও হবে না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৩)**

(৫) ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আল্লাহর বাণী এজন্য বলা হয় কারণ তাঁর দেহ মোবারক কুন শব্দ দ্বারা গঠিত, পিতা বা মাতার শুক্রাণু থেকে নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৭)

(৬) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। জালিনোস হাকিম তার যুগেই ছিলো এবং চিকিৎসকদের মতে তিনটি জিনিস অসম্ভব: (১) মৃতকে জীবিত করা, (২) জন্মগত অন্ধকে সুস্থ করা (অর্থাৎ, জন্মান্ধের চোখে আলো ফিরিয়ে দেওয়া)। (৩) পুরো শরীরের কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা। তিনি এই তিনটি কাজ করে দেখিয়েছেন। জানা গেল, নবীকে ওই সময়ে আলোচিত মুজেযা দান করা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৮)**

(৭) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুকে কুরআনের তাজবীদ এবং সুরে তিলাওয়াত করা উচিত না। তার উপর আয়াত ও রুকু লাগাবেন না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৭২)

(৮) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুকে এমনভাবে পড়া বা লেখা নিষিদ্ধ যাতে তা কুরআন বলে সন্দেহ করা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৭২)**

(৯) ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেওয়া রাসূলের সুন্নাত। মুসলমানদের পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত করে দেওয়া ইয়াহুদীদের কাজ। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৭৬)**

www.dawateislami.net

(১০) প্রত্যেক মুসলমানের মুবাল্লিগ হওয়া উচিত, যে মাসয়ালা জানা থাকে, তা অন্যকে বলবে এবং তার নিজ আমল প্রচার করবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৭৭)

(১১) মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশায় খুশি হওয়া কাফেরদের রীতিনীতি।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৭৯)

(১২) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাগণ অন্যান্য ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম, কারণ আল্লাহ পাক তাদের উপর বিশেষ চিহ্ন রেখেছেন, যা দ্বারা তারা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও ইসলামের গাজীগণের খেদমত উত্তম ইবাদত কারণ এই খেদমতকারী ফেরেশতারা অন্যান্য ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। অতএব প্রিয় নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবীগণ সমস্ত মুসলমান থেকে উত্তম কারণ সেই মনীষীরা এমন সৌভাগ্যবান যারা হুযুরের صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮০)**

(১৩) নিজের নেক আমলের প্রতি আনন্দিত হয়ো না বরং কবুল হওয়ার আশা রাখো এবং প্রত্যাখ্যান হওয়া থেকে ভয় কর কারণ এই সমুদ্রে অসংখ্য জাহাজ ডুবে গিয়েছে। শয়তানের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮১)**

(১৪) যদি আল্লাহর শাস্তি দেখতে চাও তবে শাস্তির শহরগুলোর দিকে তাকাও, আর যদি আল্লাহর রহমত দেখতে চাও তবে রহমতের শহরগুলোর দিকে তাকাও। যেখানে আল্লাহর প্রিয়জনগণ ঘুমিয়ে আছেন এবং তাদের ছোয়া দ্বারা জাকজমকপূর্ন হয়ে আছে। এটাও জানা গেল যে, এ উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয, তাই উরস ইত্যাদিতে সফর করা সমীচীন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮১)**

www.dawateislami.net

(১৫) উত্তম ব্যক্তিকে উত্তম নেক আমল করা উচিত। সে সমস্ত অধীনস্থদের চেয়ে আমলের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সৈয়দ, আলীম, মাশায়েকদের অন্যদের চেয়ে বেশি নেককার হতে হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮৩)

(১৬) যদি মুসলমানরা সত্যবাদী থাকে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের অন্তরে তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। আমাদের অপকর্মের কারণে আমাদের দুর্নাম হচ্ছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮৪)**

(১৭) দুনিয়াতে অতিরিক্ত ব্যস্ততাও মৃত্যুকে কঠিন করে তোলে এবং পরকালের সাথে সম্পর্ক মৃত্যুকে সহজ করে তোলে, তাই বুযুর্গদের মৃত্যুকে وِصَال বা উরস বলা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮৫)**

(১৮) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞানের উপর আপত্তি করা মুনাফিকদের কাজ। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮৯)**

(১৯) গুনাহ করা সত্ত্বেও রবের নেয়ামত লাভ করা মূলত রবের শাস্তি, এটি মধুর মাঝে বিষ, এবং গুনাহ বা ভুলের জন্য তৎক্ষণাৎ ধরা পড়া প্রভুর করুণা কারণ মানুষ তাড়াতাড়ি তাওবা করে নেয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৮৯)

(২০) কাপুরুষকে "খান বাহাদুর" এবং অজ্ঞকে "শামসুল উলামা" খেতাব দেয়া এবং খেতাবপ্রাপ্ত লোকদের এর উপর সন্তুষ্ট হওয়া কাফেরদের পদ্ধতি। তেমনি অজ্ঞ লোকদের আলেম ফাযিল হওয়া এবং তাদের ডিগ্রি (যেমন সার্টিফিকেট) নিয়ে খুশি হওয়া অজ্ঞদের রীতিনীতি, কারণ আজকাল কিছু অজ্ঞ লোক কৌশল (চেষ্টা করে) মৌলভী ফাযিল ইত্যাদির ডিগ্রি অর্জন করে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯১ সারসংক্ষেপ)

www.dawateislami.net

(২১) দোয়ার পূর্বে রবের প্রশংসা করা এবং আল্লাহকে رَبَّنَا বলে সম্বোধন করা এবং বারবার رَبَّنَا বা سُبْحٰنَكَ বলা আল্লাহর দয়ায় দোয়া কবুলের মাধ্যম। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯১)**

সূরা নিসা থেকে সংগৃহীত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

(১) মানুষের সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি এতিম যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে। একটি পশুর সেই শিশুটি এতিম যার মা মৃত্যুবরণ করেছে। মুক্তা সেটি এতিম যা শামুক থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে তাকে দূররে এতিম বলা হয় তা অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯৩)

(২) অর্থ উপার্জন করা কৃতিত্বের বিষয় নয়, অর্থ ব্যয় করা কৃতিত্বের বিষয়। উপার্জন সবাই করতে পারে কিন্তু ব্যয় সবাই করতে পারে না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৯৪)**

নিজের মুখে নিজের সুনাম

(৩) নিজের নামের সাথে সাহেব বা উপাধি লেখা নিষিদ্ধ কারণ এটি নিজের পরিচ্ছন্নতা বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। তেমনি নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করাও সঠিক নয়। হ্যাঁ, মহান আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশার্থে জায়েয। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১০৪)**

(৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার এমন একটি শিফাখানা যেখানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। মনে রাখবেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আমাদের নিকট তাশরীফ আনা এক বিষয় আর আমাদের নিজে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া আরেক বিষয়। সূর্যের আমাদের নিকট

www.dawateislami.net

আসার অর্থ হলো সে আমাদেরকে আলোকিত করে দিবে আর আমাদের সূর্যের কাছে আসার অর্থ হলো আমরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরিয়ে রৌদ্রে চলে আসব। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১০৭)**

(৫) সুফিগণ বলেন: "যে ব্যক্তি তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজায় আসবে সে প্রভুকে পেয়ে যাবে তবে দয়াশীল রূপে। যেন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রভুর ঠিকানা যেই ঠিকানায় আল্লাহ পাওয়া যায়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১০৭)

কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা

(৬) কুরআনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করাও ইবাদত। আলেমগণ বলেন, বুঝে একটি আয়াত পড়া না বুঝে এক হাজার আয়াত পাঠ করার চেয়ে উত্তম। কুরআনের আলোচনা, কুরআনের দর্শন, কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সবই ইবাদত, তবে মনে রাখবেন, প্রত্যেকের জন্য কুরআনের মাসলা মাসায়েল নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অনুমতি নেই অন্যথায় ইসলাম ধর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। অজ্ঞ ব্যক্তি যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে চিন্তাভাবনা করে চিকিৎসা করে তবে সে প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে আর যদি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মাসয়ালা মাসায়েল বের করে তবে ঈমান নষ্ট করবে, তবে মনে রাখবেন, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা ভিন্ন। মুজতাহিদগণ কুরআন খতিয়ে শরয়ী মাসায়েল বের করবেন। সূফীগণ এতে চিন্তা ভাবনা করে গোপন রহস্য উদঘাটন করবেন। আলেমগণ চিন্তাভাবনা করে বিধি-বিধানের রহস্য বের করবেন। জনসাধারণ এতে চিন্তাভাবনা করে তাদের ঈমান সতেজ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমুদ্রে লাফ দিবে না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১১০)

www.dawateislami.net

নামাযে অলসতার লক্ষণ

(৭) নামাযের অলসতা প্রদর্শন করা মুনাফিকদের লক্ষণ। এই অলসতার অনেক রূপ রয়েছে: বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত না হওয়া, জামাতে বিনা কারণে নামায আদায় না করা, মসজিদে পেছন দিকে পৌঁছানো (অর্থাৎ মসজিদে জামাতের জন্য দেরী করে আসা) পাঞ্জাবি বা টুপি ব্যতীত অলসতার কারণে নামায পড়া। নামাযের রুকনগুলো সঠিক না করা। এসব থেকে বিরত থাকা উচিত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১২২)

(৮) দুনিয়ার রাজারা তিনটি কারণে শাস্তি দেয়: (১) নিজেদের ক্ষতির ভয়ে। (২) মানসিক ক্রোধের আগুন নিভানোর জন্য। (৩) অপরাধীর অপরাধের কারণে। তৃতীয় কারণটি ক্ষমা করা হয়, তবে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমা করা হয় না। আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তৃতীয় কারণেই শাস্তি দেবেন, প্রথম দু'টি দিক থেকে তিনি পবিত্র।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১২২)

(৯) যদিও কিছু মুমিন গুনাহগারকে শাস্তি দেওয়া হবে, কিন্তু তাদেরকে হাশরের ময়দানে লাঞ্ছিত করা হবে না কারণ সেখানে লাঞ্ছনা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১২৩)**

(১০) আমলদার আলীমের সাওয়াব অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কারণ আমলদার আলীম অন্যদের নেককার বানিয়ে দেয়। আলীমের আমল সুন্নাতে নববীর প্রতিচ্ছবি হওয়া উচিত এবং তার প্রত্যেকটি কর্ম প্রচারমূলক হওয়া উচিত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১২৫)**

www.dawateislami.net

সূরা আল মায়িদা থেকে প্রাপ্ত ১৫টি মাদানী ফুল

(১) কুরবানী একটি প্রাচীন ইবাদত যা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তান করেছিলেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৫)**

(২) পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয ছিল না, তাদের কবুলকৃত কুরবানীর পশু প্রাকৃতিক আগুনে পুড়ে যেত এবং প্রত্যাখ্যাত (অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য) কুরবানী সেখানেই পড়ে থাকতো। কুরবানীর মাংস খাওয়া আমাদের উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৫)

(৩) মানুষ সর্বপ্রথম হত্যা নামক অন্যায় করেছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৫)**

(৪) হিংসা অনেক খারাপ জিনিস, হিংসাই শয়তানকে ধ্বংস করেছে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৫)

(৫) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দাঙ্গা হাঙ্গামা নারীদের কারণে হয়েছে। পংক্তি:

ঝাগড়ে কি বুনিয়াদে তিন
যান হে যার হে অর যমিন

অর্থাৎ দুনিয়াতে অধিকাংশ দাঙ্গা হাঙ্গামা নারী জমিন এবং ধন সম্পদের কারণে হয়ে থাকে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৫)**

কাফের এবং মুমিনের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য

(৬) জাহান্নামে অনন্তকাল থাকা এবং শাস্তি লাঘব না হওয়া একই থাকা কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। মুমিন জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে না, এবং তার শাস্তি লাঘব করা হবে, বরং কারও কারও জীবন কেড়ে নেওয়া হবে এবং তারপর জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার পর দিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ কিছু কাফেরদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়েই শাস্তি

www.dawateislami.net

হালকা করা হবে, কারো জন্য কঠোর, আবার কারো জন্য শাস্তি কয়েকদিনের মধ্যে শুরু থেকে হালকা হবে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৭)**

(৭) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকা বা অবমাননাকর শব্দাবলি দ্বারা ডাকা উচিত নয়, আল্লাহ পাক সকল নবীকে তাদের নামে ডাকেন কিন্তু প্রিয় নবীকে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপাধি সহকারে ডাকেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৭)**

বুযুর্গানে দ্বীনের কাছ থেকে ফয়যান লাভ করার পদ্ধতি

(৮) বুযুর্গদের সাহচর্য থেকে তারাই ফয়েযপ্রাপ্ত হয় যারা তাদের নিকট নিজেকে শূন্য মনে করে তাদের কাছ থেকে কিছু অর্জন করার জন্য যায়। যারা পূর্ব থেকে কোন বিশেষ অভিমত নিয়ে উপস্থিত হয় তারা কিভাবে ফয়েয পাবে? শূন্য বালতি কূপ থেকে পানি বের করে, সাদা কাপড়কে রঙিন করা সহজ, যা পূর্বে থেকেই একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে তার উপর অন্য রঙ কিভাবে লাগাবেন?

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃ: ১৩৮)

(৯) মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা , সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ওয়াজিব, প্রচার কার্যক্রম বন্ধ হলে খোদায়ী শাস্তির ভয় রয়েছে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃ:১৪৬)

(১০) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের বেশ ধারণ করা, তাদের রীতিনীতি অবলম্বন করা মুনাফিকদের লক্ষণ, আল্লাহ, রাসূলের ভালোবাসা এবং তাদের শত্রুদের ভালবাসা এক হৃদয়ে একত্রিত হয় না, আলো ও অন্ধকারের এক জায়গায় জড়ো হওয়া অসম্ভব।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪৬)

(১১) জাতির মধ্যে আলীম ও দরবেশ থাকা আল্লাহর রহমত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪৬)

www.dawateislami.net

স্পৃহাদায়ক অবস্থা

(১২) আল্লাহ পাকের যিকিরের সময় তার প্রেম ও ভালোবাসায় কান্না করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। একইভাবে, খোদায়ী শাস্তির ভয়ে এবং খোদায়ী রহমতের আশায় কান্না করাও ইবাদত, এবং দোলে দোলে কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নাত কারণ এই দোলা হলো প্রেমিকদের আবেগময় অবস্থা যেমন প্রভাতের বাতাসে নরম শাখা নড়াচড়া করে। তেলাওয়াতকারী রহমতে ইলাহীর বাতাসে নড়াচড়া করে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪৭)

(১৩) আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের পরীক্ষার সমস্ত কাগজপত্র এবং তার উত্তর তাঁর উম্মতের কাছে প্রকাশ করেছেন, অথচ পরীক্ষার প্রশ্নগুলি গোপন থাকে। এটি এই উম্মতের উপর প্রভুর অনুগ্রহ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৪৯)

(১৪) অন্যের চিন্তা করে নিজেকে ভুলে যাবেন না, বরং প্রথমে নিজেকে সংশোধন করুন তারপর অন্যকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃ: ১৫১)

(১৫) নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য বুযুর্গদের দ্বারা দোয়া করানো উত্তম। দোয়ার জন্য শব্দাবলীর প্রভাবময় হওয়ার পাশাপাশি মুখেও প্রভাব থাকা উচিত। কার্তুজের প্রভাবের জন্য রাইফেলের শক্তির প্রয়োজন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ১৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজলাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net